১৭-০৩-১৮ প্রাতঃ মুরলী ওম্ শান্তি "বাপদাদা" মধুবন

"মিষ্টি বাচ্চারা – এখন এই পুরাতন দুনিয়ার পরিবর্তন হচ্ছে, তাই এর সাথে ভালোবাসা রাখা উচিত নয়। নুতন ঘর স্বর্গকে স্মরণ কর।"

প্রশ্নঃ- সর্বদা সুখী থাকার জন্য বাবা সকল বাচ্চাদেরকে কোন উপায় বলেন?

উত্তরঃ- সর্বদা সুখী হতে চাইলে অন্তর থেকে কেবল বাবার হয়ে যাও। বাবাকেই স্মরণ কর। বাবা কখনো কোনো সন্তানকে দুঃখ দিতে পারেন না। স্বর্গে কখনো কারোর স্বামী কিংবা সন্তান মারা যায় না। ওখানে এইরকম অকালে মৃত্যুও হয় না। এখানে তো মায়ারূপী রাবণ কেবলই দুঃখ দেয়। বাবা হলেন দুঃখহর্তা-সুখকর্তা।

গীতঃ- হে আমাদের মাতা-পিতা, দুঃখীদের ওপরে কিছু দয়া করো...

ওম্ শান্তি। সেই মাতা-পিতাই এখন সর্বদা সুখী বানানোর জন্য পুনরায় রাজযোগ শেখাচ্ছেন। যেভাবে একজন ব্যারিস্টার, ব্যারিস্টার হওয়ার জ্ঞান দেয়। ইনি হলেন বেহদের মাতা-পিতা, স্বর্গের রচয়িতা। তিনি বসে বাচ্চাদেরকে স্বর্গের মালিক হওয়ার শিক্ষা দেন। এইরকম কোনো কলেজ নেই যেখানে স্বয়ং ভগবান বসে শিক্ষা দেন। এখানে স্বয়ং ভগবান বসে ভগবান-ভগবতী বানানোর জন্য শিক্ষা দেন। সত্যযুগে শ্রী লক্ষ্মী-নারায়ণকে ভগবান ভগবতী বলা হয়। এদেরকে নুতন দুনিয়ার মালিক কে বানিয়েছে? ওরা সত্যযুগের মালিক ছিল। সত্যযুগে ভারতে দেবী দেবতাদের রাজত্ব ছিল। এখন তো কলিযুগ, দেবতাদের রাজত্ব নেই। সবাই দেবতা থেকে পরিবর্তিত হয়ে কাঙাল মানুষ হয়ে গেছে। দেবতারা তো অনেক ধনবান এবং সুখী ছিল। এখন কলিযুগের অন্তিম সময়, তাই সকল মানুষ খুব দুঃখী। যখন লড়াই লাগবে তখন মানুষ ত্রাহি ত্রাহি করবে, অনেকে ঘড়ছাড়া হবে। মানুষ একেবারে অনাথ হয়ে গেছে, কারণ তারা স্বর্গসুখ প্রদানকারী মাতা-পিতাকেই চেনে না। তোমরা সেই মাতা পিতার সন্তান হয়েছ। মাতা পিতার কাছ থেকে তোমরা অসীম সুখ পাও। মানুষ ভক্তি করার সময়ে কোনো ভগবানকে স্মরণ করে না। ভগবানকে তো গাছ-পাথর, কুকুর-বিড়ালের মধ্যে ঢুকিয়ে দিয়েছে এবং তারপর নিজেকেই ভগবান বলে মনে করে। বলে দিয়েছে যে সবকিছুর মধ্যেই ভগবান আছেন। পতিতের মধ্যেও ভগবান বিরাজমান - এইরূপ ভাবার অর্থ হল তাঁর গ্লানি করা। কিন্তু ড্রামা অনুসারে মানুষ এই ভুল করবেই এবং তারপর বাবা এসেই সেই ভুল শোধরাবেন। মানুষ তো কিছুই জানে না। ভগবান হলেন এক, হাজারজন কখনো ভগবান হতে পারে না। লৌকিক বাবা তো অনেকেই হয়। জানোয়ারদেরও লৌকিক বাবা থাকে। কিন্তু কেবল একজনই হলেন সকলের সদগতিদাতা, পতিত পাবন। সেই পিতা-ই এসে বাচ্চাদেরকে ভবিষ্যতের জন্য শিক্ষা দেন, ভগবান ভগবতী বানান। পরমপিতা পরমাত্মা ছাড়া আর কেই-বা ভগবান ভগবতী বানাতে পারবে! যেহেতু তিনি পিতা, তাই মাতা ব্যতীত সৃষ্টি কিভাবে রচনা করবেন? ভারতবাসীরা গায়ন করে - তুমি হলে মাতা পিতা... তোমার কৃপাতে অগাধ সুখ পাওয়া যায়, তাই আমরা ভক্তি করে থাকি। তোমরাও আগে চিৎকার করে এইরকম বলতে। কোনো কিছুর ভক্তি করলেই ভাবে যে আমি ভগবানকে স্মরণ করছি। সন্ন্যাসীরাও সাধনা করে, কিন্তু কার সাধনা করে সেটাই জানে না। রাবণের মত অনুসারে চলার ফলে সব ভুলে গেছে। এর জন্য বাবা কি করবেন? এত দুঃখী এবং কাঙাল হওয়া - এটা তো ড্রামাতেই আছে। বাবা এসে পুনরায় বাচ্চাদেরকে স্বর্গের মালিক বানান। পারলৌকিক মাতা-পিতা

স্বর্গের মালিক বানান এবং রাবণ নরকের মালিক বানায়। সুতরাং সেই রাবণের ওপরেই এখন বিজয়ী হতে হবে। এখন তোমরা মায়াজিৎ এবং জগৎজিৎ হচ্ছ। তোমাদেরকে তো এই পুরাতন দুনিয়াতে রাজত্ব করতে হবে না। মায়ার ওপরে বিজয়ী হয়ে স্বর্গে গিয়ে রাজত্ব করতে হবে। মায়ার কাছে হেরে যাওয়ার ফলে নরকে চলে আসো। এইসব কথা কোনো পতিত মানুষ বোঝাতে পারবে না। ওরা কাউকে পবিত্র বানাতেও পারবে না। সমগ্র দুনিয়াটাই পতিত। বিষের দ্বারা জন্ম হয়। দেবী দেবতারা তো সর্বগুনসম্পন্ন, ১৬ কলা সম্পূর্ণ ছিল। ভগবানকে কেউই জানেনা। ওদেরকে গুরু বানিয়ে কি লাভ? ওরা তো নিজেও ভগবানের সাথে মিলিত হতে পারবে না এবং অন্যকেও মিলিয়ে দিতে পারবে না। আত্মা এবং পরমাত্মা বহুকাল আলাদা থেকে... তাই মিলিয়ে দেওয়ার জন্য পরমপিতা পরমাত্মাকেই প্রয়োজন। ওরা তো এটাও জানে না যে এই নাটক এখন সম্পূর্ণ হবে। সত্যযুগ থেকে কলিযুগ পর্যন্ত চলতে থাকা এই নাটকের পুনরাবৃত্তি হবে। এই ড্রামার জ্ঞানকে বোঝার ফলে তোমরা চক্রবর্তী রাজা হয়ে যাও। তোমরা জানো যে কিভাবে আমরা ৮৪ জন্ম নিই। এটা হল লীপ যুগ, পুরুষোত্তম যুগ। এরমধ্যে এটা হল অন্তিম জন্ম। এখন বাবার বাচ্চা হতে হবে। বাবা বলছেন- বাচ্চারা, তোমরা আমার হও। পরমপিতা পরমাত্মা বলা হয়। লৌকিক বাবাকে তো এইরকম বলা যাবে না। এখন পারলৌকিক পিতা বলছেন- আমি এসেছি। তোমাদের এইসব কাকা, চাচা ইত্যাদি সবার বিনাশ হয়ে যাবে। এই পুরাতন দুনিয়ার পরিবর্তন হচ্ছে। মহাভারতের ভয়ানক যুদ্ধ অতি নিকটে। এতরকম ধর্মের এবার বিনাশ হবে। এটা হল পুরাতন দুনিয়া, এখানে অনেক ধর্ম আছে। সত্যযুগে কেবল একটাই ধর্ম থাকবে। এই দুনিয়া এখন পরিবর্তিত হবে তাই এর সাথে ভালোবাসা রাখা উচিত নয়। লৌকিক বাবা নুতন বাড়ি বানালে সন্তানদের তো নুতন বাড়ির কথাই মনে আসবে যে নুতন বাড়ি তৈরি হলে আমরা সেখানে যাব। পুরাতন বাড়িটাকে ভেঙে দেওয়া হবে। এখন তো এই সমগ্র দুনিয়ার বিনাশ হবে। বাচ্চারা সাক্ষাৎকারও করেছে যে কিভাবে আগুন লাগবে, মুষলধারে বৃষ্টি পড়বে, সমুদ্রে বড় বড় ঢেউ আসবে...। এই সবকিছুই সাক্ষাৎকার করেছে। বোম্বাই গেলে বাবা বোঝাতেন যে এই বোম্বাই আগে এইরকম ছিল না, একটা ছোট গ্রামের মত ছিল। এখন সমুদ্রকে শুকিয়েছে। ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি হলে এতবড় বোম্বাই আর থাকবে না। সত্যযুগে তো বোম্বে বলে কোনো গ্রাম থাকবে না। এইসব আমেরিকা ইত্যাদি আর এমন কি! একটা বোমাতেই সব ধ্বংস হয়ে যাবে। হিরোসিমাতে যখন বোমা ফেলেছিল তখন কি হয়েছিল? শহরের পর শহর ধ্বংস হয়ে গিয়েছিল। ওখানে তো একটা বোমা ফেলেছিল। এখন তো অনেক বোমা বানিয়েছে। বাবা নুতন দুনিয়া স্থাপন করতে আসেন, রাবণ এই দুনিয়াকে পুরাতন নরক বানিয়ে দিয়েছে। ভারতবাসীরা এই কথাটা জানে না। মায়া সবার বুদ্ধিতে এমন ভাবে গোদরেজের তালা লাগিয়ে দিয়েছে যে সেটা আর খুলছেই না। মানুষ এখন কত দুঃখী। যে খুব ধনবান সে হয়তো সুখে আছে, কিন্তু সেও তো রোগগ্রস্ত হয়। আজকে বাচ্চা জন্মালে খুশি হল, তারপর কালকে মরে গেলে দুঃখ হবে। বিধবার মত কান্নাকাটি করবে। এই দুনিয়াকে দুঃখধাম বলা হয়। ভারত সুখধাম ছিল, কিন্তু এখন এই পুরাতন দুনিয়া হল দুঃখধাম। এরপর বাবা একে সুখধাম বানান। বাবা বলছেন, এখন এসে উত্তরাধিকার নাও। তাই তাঁকেই স্মরণ করতে হবে। অন্যান্য সকল শারীরিক সম্মন্ধ হল দুঃখদায়ী। এখন তোমরা বুঝেছ যে বাবা ছাড়া অন্য কেউ সুখ দিতে পারবে না। তোমরা বল - বাবা, আমরা তোমার সেইসব বাচ্চা যাদেরকে তুমি স্বর্গের মালিক বানিয়েছিলে। এখন আমরা খুব দুঃখী। তুমি তো দয়াময়। দুঃখী হয়েছি বলেই তো তোমাকে ডাকছি। দুঃখের সময়ে সকলেই ভগবানকে স্মরণ করে, কিন্তু কেউই তাঁকে পায় না। মনে কর কোনো ভক্ত হনুমানকে স্মরণ করছে। ঠিক আছে, কিন্তু হনুমান থাকে কোথায়? হনুমানের কাছে যাওয়ার জন্য তোমাকে কোথায় যেতে হবে? মানুষ ভক্তি

করে মুক্তি কিংবা জীবনমুক্তিধামে যাওয়ার জন্য। হনুমান, গণেশ ইত্যাদিকে স্মরণ করলে তোমরা কোথায় যাবে? ওদের ঠিকানা কি? ওদের কাছ থেকে তোমাদের প্রাপ্তি কি হবে? কিছুই জানে না। বাবা বোঝাচ্ছেন যে সৃষ্টিতে কেবল আমিই হলাম সুখদাতা। এমন নয় যে ভগবানই সুখ দেন এবং ভগবানই দুঃখ দেন। তিনি সন্তান দিলে সুখের অনুভব হয় এবং সন্তান কেড়ে নিলে দুঃখ হয়। বাবা বলছেন, আমি তো সর্বদাই সুখ দিই। মায়া তোমাদের কাছ থেকে সুখ ছিনিয়ে নেয়। সত্যযুগে এইরকম হবে না যে কারোর বাচ্চা কিংবা স্বামী মারা যাবে। এখানে এই মায়াবী দুনিয়াতে তো কখনো কারোর বাচ্চা মরছে, কখনো কারোর স্বামী মরছে। স্বর্গে এইরকম হয় না। এখন বাবা বলছেন – সর্বদা সুখী হতে চাইলে আমার সন্তান হও। এখন তোমাদের শরীর এবং আত্মা দুটোই তমোপ্রধান হয়ে গেছে। এমন নয় যে আত্মা নির্লেপ। আত্মার মধ্যেই খাদ পড়ে। তাই এখন গয়নাও (শরীর) আয়রন এজেড (লৌহযুগী) হয়ে গেছে। এখন তোমরা পুনরায় গোল্ডেন এজেড (স্বর্ণযুগী) হওয়ার জন্য জ্ঞান নিচ্ছ। বাবা এসে অমর বানিয়ে অমরপুরীতে নিয়ে যান। এটা হল মৃত্যুলোক। গীতাতেও এই শব্দের উল্লেখ আছে। অমরপুরীতে আদি-মধ্য-অন্ত কোনো দুঃখ হবে না। মৃত্যুলোকে তো আদি-মধ্য-অন্ত দুঃখ। এইরকম দুঃখধামকে ভুলতে হবে। সুখধাম এবং শান্তিধামকে স্মরণ করতে হবে। আমরা সুখধামে যাচ্ছি ভায়া শান্তিধাম, আমরা যেখানের নিবাসী। এটাও তো স্বদর্শন চক্র, তাই না? নিজের বাবা এবং মিষ্টি ঘরের কথা স্মরণ করতে হবে। কন্যা বাপের বাড়ি থেকে শশুড়বাড়ি গেলে গান করে – বাপের বাড়ি থেকে শশুড় বাড়ি চলল। এটা হল তোমাদের ব্রহ্মাবাবার বাড়ি। এখন তোমরা স্বর্গে শশুড় বাড়িতে যাবে। ওখানে কেবল সুখ আর সুখ। এখানে অনেক দুঃখ। কন্যাও সুখের জন্যই গৃহত্যাগ করে। কিন্তু তারপর ওখানে তাকে পতিত বানিয়ে দুঃখী করা হয়। এখন বাবা বোঝাচ্ছেন যে আমি তোমাদেরকে নয়নে বসিয়ে স্বর্গে নিয়ে যেতে এসেছি। কেবল আমাকে স্মরণ কর। ওখানে তোমাদের কোনো দুঃখ হবে না। বাচ্চারা দেখেছে যে কিভাবে কৃষ্ণের জন্ম হয়। আগে থেকেই সাক্ষাৎকার হয়ে যায়। শরীর ছাড়ার সময়েই সাক্ষাৎকার হয় যে আমি এই শরীর ত্যাগ করার পর প্রিন্স (রাজকুমার) হব। ব্যাস, আত্মা শরীর থেকে বেরিয়ে গর্ভ মহলে গিয়ে প্রবেশ করে। সন্তান জন্মাবার সময়েও কোনো সমস্যা হয় না। ওখানে গর্ভ মহলে তোমরা অনেক সুখী থাকবে। এখানে তো গর্ভজেলও আছে এবং যে চুরি ইত্যাদি পাপ কর্ম করে তার জন্য গভর্মেন্টের জেলও আছে। ওখানে এই দুইরকম জেলই থাকবে না। কেউ কোনো পাপ কর্ম করে না। ওটাকে বলা হয় পূণ্য আত্মাদের দুনিয়া। সুতরাং বাবা আমাদেরকে স্বর্গে নিয়ে যান। এতজনকে পুরুষার্থ করতে দেখে ভাবে যে তাহলে আমিও বাবার কাছ থেকে উত্তরাধিকার নিয়ে সর্বদা সুখী হব। কেউ তো আবার প্রায়শ্চিত্ত করে যে এই কর্মবন্ধন ছিন্ন হবে কিভাবে। সন্তান না থাকলে ভাল হত। কেউ বিয়ে করার পর জ্ঞানে আসলে বলে যে আগে জানতে পারলে বিয়ে করতাম না। অনেকেই এইরকম লেখে। যখন যার ভাগ্য খোলে, সে তখন আসে। সেটাও আবার পছন্দ হলে। এক সপ্তাহ বাবার বাচ্চা হয়ে দেখ। পছন্দ হলে এই বাবার বাচ্চা হবে, নাহলে পুনরায় লৌকিক মা বাবার বাচ্চা হয়ে যাবে। এখানে তো কোনো ফিজ (বেতন) নেই। এটা হল শিববাবার ভাণ্ডারা। কোনো বইও কিনতে বলা হয় না। কেবল মুরলি পাঠানো হয়। এইসব তো বাবার সম্পত্তি। তিনি কি আর ফিজ নেবেন! যদি তোমার ভালো লাগে, তাহলে গরিবদের জন্য বই ইত্যাদি ছাপিয়ে দিও। ভারতের মত এত দানী দেশ আর নেই। বাবাও ভারতে এসেই দান করেন। তোমরা বাচ্চারাও শরীর, মন এবং সম্পত্তিকে বাবার কাছে অর্পণ কর। মহাদানী হও। এই বাবাও তো মহাদানী হয়েছেন, তাই না? আগে তো পরোক্ষ ভাবে দান করতেন। এখন নিজে প্রত্যক্ষভাবে এসেছেন, পরিবর্তে স্বর্গের বাদশাহী দিচ্ছেন। এটা তো খুবই সস্তা চুক্তি, তাই না? এরপর তিনি বলছেন – নিজের সমান বানাও, বিকার

সমূহের ওপরে বিজয়ী হও, দেহী অভিমানী হও, নিজেকে আত্মা নিশ্চয় কর। গায়ন আছে – নাঙ্গা (অঙ্গহীন) অবস্থায় এসেছিলাম, নাঙ্গা হয়েই ফিরতে হবে। প্রথমে দেবী দেবতাদের আত্মারা এসেছিল। তারপরে দ্বিতীয় নম্বরের আত্মারা এসেছিল। দেবী দেবতা ধর্মের আত্মারাই মুখ্য। যে আগে এসেছিল, তাকেই আগে ফিরতে হবে। তাদের অলরাউন্ডার পার্ট আছে। এইগুলো সব বোঝার মত বিষয়। যার ভাগ্যে থাকবে সে ঝট করে বুঝে যাবে। ভাগ্যে না থাকলে তার আগ্রহও থাকে না। বাবা বলছেন, এখন আমাকে স্মরণ কর, আমিই হলাম তোমাদের পিতা, গড ফাদার। কচ্ছপ কিংবা মাছ তো গড হতে পারে না। এইসব কথা কেবল বাবা ছাড়া অন্য কেউ বোঝাতে পারবে না। আচ্ছা!
মিষ্টি-মিষ্টি হারানিধি রুহানী বাচ্চাদের প্রতি রুহানী বাপদাদার স্মরণ, ভালোবাসা এবং সুপ্রভাত। রুহানী বাবার রুহানী বাচ্চাদেরকে নমস্কার।

ধারণার জন্য মুখ্য সার :-
১) শরীর-মন-সম্পত্তি সবকিছু বাবার কাছে অর্পণ করে মহাদানী হতে হবে। নিজের সমান বানানোর সেবা করতে হবে এবং দেহী অভিমানী হয়ে থাকতে হবে।
২) এই পুরাতন দুনিয়া দুঃখধামকে ভুলে শান্তিধাম এবং সুখধামকে স্মরণ করতে হবে। কখনো কর্মবন্ধনে ফেঁসে যেও না।

বরদান:- "আমার বাবা" - এই শব্দের স্মৃতি স্বরূপ দ্বারা সমর্থ স্বরূপের অধিকার প্রাপ্ত করে সমর্থ আত্মা হও।

পূর্বকল্পের স্মৃতি আসার সাথে সাথে সন্তান বলে – তুমি আমার এবং বাবাও বলেন – তুমি আমার। 'আমার' - এই স্মৃতি দ্বারা নুতন জীবন এবং নুতন দুনিয়া প্রাপ্ত হয়েছে এবং সদাকালের জন্য "আমার বাবা" -এই স্মৃতি স্বরূপে টিকে গেছ। এই স্মৃতির রিটার্ন হিসাবে সক্ষমতা স্বরূপ হয়ে গেছ। যে যত স্মরণে থাকে, তার তত সক্ষমতার অধিকার প্রাপ্ত হয়। যেখানে স্মৃতি আছে, সেখানে সক্ষমতা অবশ্যই আছে। সামান্য বিস্মৃতি আছে মানেই ব্যর্থতা আছে। তাই সর্বদা স্মৃতি স্বরূপ এবং সমর্থ স্বরূপ হও।

স্লোগান:- হার্ড ওয়ার্কার হওয়ার সাথে সাথে স্থিতির ক্ষেত্রেও সর্বদা হার্ড (মজবুত) হও।